মুজিব নামের অর্থ

দিলু নাসের

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
আকাশে অযুত তারাদের মাঝে যে তারকা দ্যুতিমান
সে যে বাঙালির অগ্নিপুরুষ মুজিবুর রহমান
সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক তিনি
বাঙালির প্রাণে বাজে প্রতিদিন তাঁর বজ্রধ্বনি
তাঁর বরাভয় মন্ত্রে আমরা করেছি স্বদেশ স্বাধীন
প্রাণে প্রাণে তাই শেখ মুজিবুর রয়েছেন অমলিন
সুখে -দুঃখে সংকটে তিনি রয়েছেন যেন পাশে
বাংলার প্রাণে সজীবতা আনে মুজিবের সুবাসে
মুজিব আমাদের চেতনার আকাশে অবিনাশী ধ্রুবতারা
মুজিব আমাদের রক্ত শিরায় বহতা স্রোতোধারা
বাংলাদেশের ইতিহাস জুড়ে মুজিব অতুলনীয়
তাইতো মুজিব আমাদের কাছে স্বদেশের মতো প্রিয়
জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর নাম
এই নাম মানে রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা সংগ্রাম
এই নাম মানে শত বছরের লাঞ্ছনার অবসান
অকুতোভয়ে যুদ্ধের মাঠে মুক্তির জয়গান
বঙ্গবন্ধু নামের অর্থ পতকা সবুজ- লাল
নামের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে উত্তাল মহাকাল
এ নাম দিয়েছে শক্তি সাহস বাঙালির প্রাণে প্রাণে
মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়েছি এ নামের আহবানে
এ নাম দিয়েছে হৃদয়ে মন্ত্র প্রতিবাদে রুখে দাড়াবার
এ নামের জোরে ভেঙেছি আমরা কঠিন রুদ্ধদ্বার

এই নাম চিনে পাহাড় সাগর মাঠঘাট ময়দান
নদী কলতান পাখিদের গান জানে তাঁর অবদান।
বজ্রকন্ঠ মাটি ও আকাশ করেছে প্রকম্পিত
মুজিব নামটি শুনলে শোষক হয়ে যেতো খুব ভীত।
মুজিব মানে বাঙালিরা জানে সুউচ্চ তর্জনী
বাংলার আকাশে তাই আজো ভাসে মুজিব নামের ধ্বনি।
তাঁর অবিনাশী বজ্রধ্বনি বুকেতে ধারণ করে
বিশাল যুদ্ধ জয় করেছে বাঙালি একাত্তরে।
মুজিবুর মানে অন্ধকারে একটি আলোর রেখা
ইতিহাসে তাই এই নাম রবে স্বর্ণাক্ষরে লেখা।
মুজিব মানেই সূর্য কিরণ আঁধারে চাঁদের হাসি
তাইতো আমরা শেখ মুজিবুর এতো বেশি ভালোবাসি।
আমাদের প্রাণে তাইতো এ নাম ভাস্বর চিরদিনই
যুদ্ধ জয়ী বীর বাঙালির জাতির পিতা যে তিনি।
আপন দ্যুতিতে উজ্জ্বল তিনি অবিনাশী ধ্রুবতারা
বাংলা নামের দেশটি হতোনা শেখ মুজিবুর ছাড়া।
তিনি আমাদের মহান নায়ক বঙ্গবন্ধু তাই-
সুখে ও দুঃখে আমরা সকলে তাঁর জয়গান গাই।
শেখ মুজিবুর বাঙালি জাতির চেতনার নক্ষত্র
এ নামের জ্যোতি শানিত করে মন -প্রাণ অবিরত।
শেখ মুজিবুর আমার প্রিয় এবং প্রিয় বাবার
শেখ মুজিবের দেশে মুজিব- আসবেন ফিরে আবার।
কোটি মানুষের শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসার এই নাম
হাজার নদীর কলতানে বাজে প্রতিদিন অবিরাম।

মুজিব নামের অর্থ

বাংলা ও বাঙালীর কাছে
মুজিব নামের অর্থ আছে
নামের সাথে অনেক কিছু যুক্ত
মুজিব ছাড়া বাংলানামের
দেশ না হতো মুক্ত।

ফরিদপুরের শান্ত শ্যামল
টুঙ্গিপাড়া গ্রামে
একটি ছেলের জন্ম হলো
শেখ মুজিবুর নামে।

উনিশ'শ বিশখ্রিষ্টাব্দে
১৭ই মার্চ রাতে
শেখ মুজিবুর জন্ম নিলেন
প্রদীপ নিয়ে হাতে।

সেই প্রদীপ রাঙিয়ে দিলেন
বাংলা মায়ের মুখ
তাঁর সুবাদে ঘুচলো দেশের
শত বছরের দুখ।

জন্ম থেকে মৃত্যুবদি
সেই মানুষের চেষ্টায়
স্বাধীনতার ফুল ফুটেছে
বাংলা নামের দেশটায়।

বাংলাদেশের পাথপাথালি
নদীর কথকতা
সবাই জানে জাতির জনক
শেখ মুজিবের কথা।

ছেলেবেলার মুজিব যেমন
দুরন্ত চঞ্চল
তেমনি ছিলো শক্তি সাহস

চিত্তভরা বল।

তাই জীবনের শুরুতেই
স্বর্ণালী শৈশবে
বুঝলো সবে এই ছেলেটা
ব্যাতিক্রমী হবে।

তখন থেকে তার মনেতে
মানবতার টান
নির্যাতিত মানুষ দেখে
কাঁদতো কোমল প্রাণ।

বয়স যখন আটারো তাঁর
ছিপছিপে এক ছেলে
প্রতিবাদের অপরাধে
ঢুকতে হলো জেলে।

এটাই ছিলো তার জীবনে
প্রথম কারাবাস
তখন থেকে দেশের লাগি
উথলা নিঃশ্বাস।

দিনে দিনে বয়স তাঁহার
বাড়তে থাকে যতো
মুজিব নিলেন আরো বেশী
দেশপ্রেমেতে ব্রত।

তখন দেশে ব্রিটিশ শাসন
প্রতিবাদের ঝড়
এসব দেখে ক্রোধে কেঁপে
উঠেন মুজিবর।

ভীনদেশীদের কবল থেকে
করতে স্বদেশ মুক্ত

ধীরে ধীরে হলেন তিনি
রাজনীতিতে যুক্ত।

বড় বড় রাজনীতিবিদ
ছিলেন যারা বঙ্গে
শেখ মুজিবের ঘনিষ্ঠতা
বাড়লো তাদের সঙ্গে।

সুভাষবসু- শেরেবাংলা
সোহরাওয়ার্দির সাথে
শেখ মুজিবের লেনাদেনা
বাড়লো দিনে রাতে।

তাদের থেকে রাজনীতির
শিক্ষা নিয়ে শেষে
মুজিবে দেন জ্বালাময়ি
ভাষণ সমাবেশে।

রাজনীতি আর পড়ালেখার
সঙ্গে মুজিবরে
তখন থেকে সারাটা দেশ
বেড়ান ঘুরে ঘুরে।

দিনে দিনে ছড়িয়ে পড়ে
তাঁর সুনাম ও খ্যাতি
জনগণের সঙ্গে বাড়ে
হৃদ্যতা ও প্রীতি।

সাতচল্লিশ সালে ব্রিটিশ
আসলো ভারত ছেড়ে
কিন্তু তাঁহার কর্তব্য
অনেক গেল বেড়ে

ব্রিটিশ গেলো সত্যি ঠিকই
ভারত হলো ধ্বংস

বাংলা নামের দেশটা হলো
পাকিস্তানের অংশ।

পাকিস্তানের নেতারা সব
হাজারো কৌশলে
করতে এলো বাঙালিদের
পিষ্ঠ যাতাকলে।

এসব দেখে শেখ মুজিবুর
আক্রোশ নিয়ে বুকে
বাঙালীর হয়ে পশ্চিমাদের
সামনে দাঁড়ান রুখে।

লক্ষ হাজার বাঙালি জাতির
মানবিক অধিকার
আদায় করতে শেখ মুজিবুর
জেলে যান বারবার।
বাহান্নতে ভাষার লড়াইয়ে
বিরাট ভুমিকা তাঁর
আন্দোলন কে বেগবান করে
মুজিবের হুংকার।

জেলের ভেতরে অন্ধ কুটিরে
মুজিবুর রহমান
জীবনের দামে জাতিকে শোনান
শিকল ভাঙার গান।

পঞ্চাশ থেকে ষাটের দশক
দীর্ঘ সময় ধরে
দাবীর মিছিলে মুজিব ঘুরেন
পথে আর প্রান্তরে।

শহর নগর গঞ্জগ্রামে
মুজিবের গর্জনে
কাঁপন ধরায় পশ্চিমাদের

ক্ষমতার আসনে।

ভীত হয়ে তারা পথঘাটে শত
মানুষের প্রাণ কাড়ে
সবুজ শ্যামল পরিবেশ কাঁপে
অস্ত্রের ঝংকারে।

তবু বাঙালি পায় নাতো ভয়
হয়নাতো কেউ ভীত
বরং দেশটা দিনে দিনে হয়
প্রতিবাদে মুখরিত।

পাকিস্তানিরা দেখল যখন
হয়না বুলেটে কিছু
তখন তারা কৌশলে নিলো
মুজিবের পিছু পিছু।

মামলার পর মামলা সাজিয়ে
মুজিবের নামে তারা
পাল্টাতে চায় গণদাবী আর
আন্দোলনের ধারা।

কিন্তু এসব তুচ্ছ করিয়া
মুজিবুর রহমান
বজ্র কন্ঠে গাইতে থাকেন
মুক্তির জয়গান।

ছেষট্টিতে শেখ মুজিবের
ছয়টি দফার ডাকে
দেশটা জুড়ে জাগলো মানুষ
লক্ষ লাখে লাখে।

ছয় দফার মানে হলো
স্বাধীনতার ডাক
দিকে দিকে উঠল দাবী

আইয়ুব নিপাত যাক।

এসব দেখে আইয়ুবশাহীর
বক্ষ দুরুদুরু
করলো আবার নতুন করে
চক্রান্ত শুরু।

অবশেষে তারা আটষট্টিতে
করে নয়া এক ফন্দি
আগরতলা ষড়যন্ত্রে
মুজিবকে করে বন্দি।

মুজিবের নামে পশ্চিমাদের
ফরমান হয় জারি
দেশ- বিদেশে রটায় তিনি
ষড়যন্ত্রকারি।

এসব শুনে দেশের মানুষ
সবাই হলো ক্রুদ্ধ
কৃষাণ মজুর রাজপথে এলো
হাতুরি শাবল শুদ্ধ।

শ্রমজীবি আর ছাত্র-জনতা
করলো সকলে যুক্তি
দরকার হলে প্রাণের বদলে
চাই মুজিবের মুক্তি।

"জেলের তালা ভাঙবো
শেখ মুজিবকে আনবো"
বজ্র কঠিন শ্লোগান এবং
লাখ মানুষের জোয়ারে
অবশেষে আনে চরম আঘাত
পশ্চিমাদের দুয়ারে।

জনতার রোষে শেখ মুজিবুর

জেল থেকে পেয়ে ছাড়া
কোটি মানুষের ভালোবাসা দেখে
হলেন আত্মহারা।।

অনেক লোকের জীবন এবং
অনেক রক্ত দামে
মুজিব তখন ভূষিত হলেন
বঙ্গবন্ধু নামে।

এই ভালোবাসা করলো তাকে
আরো বেশী নির্ভয়
মুজিব বুঝতে পারলেন জয়
আর বেশী দূর নয়।

উনসত্তরে শুরু হয় দেশে
বিশাল আন্দোলন
এতে যোগ দেয় সারা বাঙলার
আপামর জনগণ।

তখন প্রতিটি মানুষের কাছে
মুজিব চোখের মনি
আকাশে বাতাসে কম্পিত হয়
মুজিব নামের ধ্বনি।

মুজিবের নাম জাগলো সারাটা দেশ
সকলেই চায় এ পরিণতির শেষ।

মানুষের চাপে পড়ে শাসকেরা শেষে
আবার নিবার্চন দিলো যে দেশে ।

সত্তর সালের এই নির্বাচনে
মুজিব হলেন জয়ী প্রতি আসনে।

তবু শাসকেরা ছাড়তে চায় না ক্ষমতা
বঙ্গবন্ধু মানেননা কোন সমতা।

তখন তাহার একটি শুধুই দাবী।
এই দেশ ছেড়ে বল তোরা কবে যাবি?

দিকে দিকে দাবী উঠলো স্বাধীনতার
গড়ে তোলা হলো প্রতিরোধ দুর্বার।

একাত্তরের সাতই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে
বঙ্গবন্ধু মন্ত্র দিলেন লক্ষ কোটি প্রাণে।

সাতই মার্চ

ঐতিহাসিক সাতই মার্চ
যেদিন বাংলাদেশে
কোটি কোটি লোক জেগে উঠেছিলো
জনকের নির্দেশে।

কেঁপে উঠেছিল বন-বনানী
পাহাড় নদীও সাগর
একটি কণ্ঠে বেজে উঠেছিল
জাতির কণ্ঠস্বর।
জাতির জনক বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমন
এইদিনে দেন বজ্রকণ্ঠে যুদ্ধের আহবান।
রেসকোর্স মাঠে জাতির পিতার
সেদিনের সেই ভাষন
ভেঙে চুরমার করে দিয়েছিলো
দীর্ঘ দুঃশাসন।

চৈত্রের দিনে ঢাকার বুকে
এমন বজ্রপাত
পাকিস্তানী শাসকের মুখে
করে যে খড়গাঘাত।

শত বছরের নির্যাতন আর
বঞ্চনার ইতিহাস
ভারাক্রান্ত হৃদয়ে নেতা
করেন সেখানে প্রকাশ।
মঞ্চে দাড়িয়ে জাতির জনক
রেসকোর্স ময়দানে
জেগে উঠবার মন্ত্র দিলেন
বাঙালীর প্রাণে প্রাণে।

দুঃসময়ে প্রিয় নেতার
কন্ঠ শুনার জন্য
দুপুরের রোদে রেসকোর্স মাঠ
ছিলো লোকে লোকারণ্য।

নেতার বাণী শুনতে যখন
ব্যকুল লক্ষ প্রাণ
তখন বাতাসে ভাসে মুজিবের
উদাত্ত আহবান

"এবারে সংগ্রাম আমাদের
মুক্তির সংগ্রাম
এবারের সংগ্রাম আমাদের
স্বাধীনতার সংগ্রাম।

রক্ত যখন দিয়েছি আমরা
প্রয়োজন হলে আরো দেবো
ইনশাআল্লাহ এদেশকে আমি
মুক্ত করেই ছাড়বো।

যার যা আছে তাই নিয়ে থেকো
তোমরা সকলে তৈরী
ঝাপিয়ে পড়বে যদি কখনো
এসে যায় হাওয়া বৈরী ।

আর যদি দেশে একটা গুলি চলে
আর যদি কোন মানুষ হত্যা হয়
তোমাদের কাছে অনুরোধ আজ
মুছে ফেলো দ্বিধা ভয়।

আজ থেকে দেশে প্রতেক ঘরে ঘরে
শত্রু নিধন করার জন্য
দুর্গ তোল গড়ে "...

তাঁর ডাকে লোক
দিকেদিকে দিলো সাড়া
একটি নতুন পতাকার লাগি
হলো যে আত্মহারা।

সাত কোটি লোক
ভুলে গেলো দ্বিধা ভয়
কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত হলো
জয় বাংলার বাংলার জয়
জয় মুজিবুর জয় ।

সারাটা বিশ্ব এমন দৃশ্য
দেখে হলো হতবাক
বজ্র কণ্ঠে শুনলো সকলে
যুদ্ধে যাবার ডাক ।

বক্তৃতা নয়,ছিলো যেন তা
কবির কাব্যগাঁথা
তার ঝংকারে ফুঁসে উঠেছিলো
সবুজ বৃক্ষ পাতা
রেসকোর্স মাঠে হয়েছে সেদিন
যে কাব্য রচিত
এর পরশে আঁধার রাত্রী
হয়েছিলো আলোকিত

সেই কাব্যের প্রতিটি শব্দ
ধারন করিয়া মনে
মৃর্তুর সাথে পাঞ্জা লড়েছে
বাঙালী রণাঙ্গনে
সাতই মার্চ তাই বাঙালীর কাছে
ঐতিহাসিক দিন
ইতিহাস জুড়ে এইদিন রবে
ভাস্বর অমলিন।
এই দিন এলে এখনো আমার
সোনার বাংলাদেশে
জাতির পিতার বজ্রকন্ঠ
আকাশে বাতাসে ভাসে।

জনকের ডাকে দেশ হয়ে যায় উত্তাল
মানুষের খুনে পিচঢালা পথ প্রতিদিন হয় লাল।

পচিঁশে মার্চ রাত্রি গভীর ঘুমে সব অচেতন
এমন সময় চারিদিকে উঠে বুলেটের গর্জন
পাকিস্তানের দানবেরা হেসে হেসে
লাগালো আগুন সারাটা বাংলাদেশে।

উত্তাল মার্চ

বাঙালির কাছে চির স্মরণীয়
হলো এই মার্চ মাস
স্বজনের খুনে লাল হয়েছিলো
এ মাসে দুর্বা ঘাস।
একাত্তরের এই মার্চ মাসে
দেশ ছিলো উত্তাল
শহর নগর মিছিলে সভায়
ছিলো যে টালমাটাল।

"বীর বাঙালী অস্ত্র ধরো
বাংলাদেশ স্বাধীন করো "
"তোমার আমার ঠিকানা
পদ্মা মেঘনা যমুনা "

গগণবিদারি এমন শ্লোগানে
সারা দেশ ছিলো মুখর
হৃদয়ে হৃদয়ে মন্ত্র যুগায়
পিতার কন্ঠস্বর।
এ মাসে ঢাকায় বঙ্গবন্ধু
মুজিবুর রহমান
বজ্রকন্ঠে শুনিয়ে ছিলেন
শিকল ভাঙার গান।
এই গান শুনে সারা দেশ জুড়ে
শুরু হলো জাগরণ
শত্রু তাড়াতে ফুঁসে উঠেছিলো
সবুজবৃক্ষ বন ।
এই মার্চ মাসে ত্রাসে সন্ত্রাসে
পাক সামরিক সরকার
ক্রোধে আক্রোশে চায় সারাদেশ
করে দিতে ছারখার।
মুছে দিতে তারা বাংলা বাঙালী
এদেশের জাতি সত্বা
পচিশে মার্চ রাত্রে চালায়
নারকীয় গণহত্যা
হাজার হাজার বাঙালীর খুনে
সোঁদা মাটি হয়ে লাল
এই দিন থেকে জ্বলে উঠে দেশে
স্বাধীনতার মশাল ।
শত্রু নিধনে বীর বাঙালী

ভয় দ্বিধা যায় ভুলে
যুদ্ধ করতে যার যা ছিলো
হাতে নেয় সবে তুলে ।

বাঙালি জাতিকে করে দিতে নিঃশেষ
মুজিবকে নিয়ে যায় যে নিরুদ্দেশ।
তবু মুজিবের সুকঠিন নির্দেশে
যুদ্ধে নামলো বাঙালিরা হেসে হেসে।

যুদ্ধের মাঠে মুজিবের গর্জনে
দিয়েছে প্রেরণা প্রতি যোদ্ধার মনে।

দেশটা যখন কাঁপছে দারুন ত্রাসে
মুজিব তখন পশ্চিমা কারাবাসে।

পাকিস্তানের দানবেরা মিলে তার
শরীরে করলো অনেক অত্যাচার।

দেখালো তাহাকে প্রাণে মারবার ভয়
তবুও মুজিব মানেননি পরাজয়।

যুদ্ধে যুদ্ধে কেটে গেল নয় মাস
শোকে ভারী হলো স্বদেশের নিঃশ্বাস।

অবশেষে এলো নতুন সূর্যদয়
আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হইল
জয় বাংলার জয়
জয় মুজিবুর জয়।

নীড়ের পাখিরা ফিরে এলো সব ঘরে
মুজিব তখনো পশ্চিমা করাগারে।

বাহাত্তরের দশই জানুয়ারী শেষে
অশ্রু নয়নে জনক এলেন দেশে।

তাকে কাছে পেয়ে সাত কোটি সন্তান
কন্ঠ মিলিয়ে গায় মুক্তির গান।

অবাক নয়নে বিশ্বের সারা দেশ
দেখলো মুজিব এবং বাংলাদেশ।

বাঙালি বল্ল এই মুজিবের জন্য
বিশ্বের কাছে আমরা হলাম ধন্য।

যুদ্ধের পর দেশ ছিল এলোমেলো
তবুও মানুষ স্বাধীনতা ফিরে পেলো।
জাতির জনক হয়ে নিজ উদ্যোগী
দেশটা গড়তে হলেন যে মনোযোগী।

বাহাত্তর আর তেহাত্তরের এরপর
দুর্যোগ নিয়ে এলো যে চুয়াত্তর
দেশে দেখা দিল দুর্ভিক্ষ ও খরা
বঙ্গবন্ধু হলেন দিশেহারা।

সেই সুযোগ কে লাগালো তখন কাজে
এদেশের কিছু লোক ছিলা যারা বাজে
যারা ছিলো পশ্চিমাদের ইস্টি
বাঙলায় আবার পড়লো তাদের দৃষ্টি।

পঁচাত্তর ঘন কালো এক রাতে
কেঁপে উঠে দেশ বুলেট বৃষ্টিপাতে।

সে বুলেট কাড়ে জনকের তাজা প্রাণ
চিরতরে থেমে গেলো শান্তির গান।

মুশতাক নামে একটা মীরজাফর

স্তব্ধ করলো জাতির কন্ঠস্বর।

করতে কুলষ মুজিবের এই দেশটা
করেছে তাহারা অনেক রকম চেষ্টা।

কিন্তু পারেনি পারবে না কোনদিন
মানুষের মনে মুজিব যে অমলিন।

মুজিব মানেই বাংলা বাঙালি জাতি
আঁধারের মাঝে মুজিব আলোকবাতি।

শোকার্ত আগস্ট

ক্যালেন্ডারের পাতার মাঝে
একটি তারিখ আছে
সেই তারিখে বাংলাদেশে
ফুল ফোটেনা গাছে।
যে তারিখে বনের পাখি
গায়না কোন গান
বন্ধ থাকে পদ্মা তিতাস
নদীর কলতান।
এই তারিখে জাতির জনক
শেখ মুজিবের নামে
ষোলোকোটি লোকের চোখে
শ্রাবণধারা নামে।
আগস্ট মাসের পনেরো তারিখ
সেই সে কালো দিন
যেদিন দেশের আকাশ থেকে
সূর্য্য হলো লীন।

২
আগস্টে দেশজুড়ে বহে খরতাপ
সুনীল আকাশে লাগে বিষাদের ছাপ

সবুজের সজীবতা হয় ম্রিয়মান

বনের পাখিরা গায় বিরহের গান।
স্বজন হারানো শোকে কাঁদে কোটি প্রাণ

বেদনায় সূর্যের আলো হয় ম্লান।
বাগানের ফুল আর বৃক্ষলতা

শোকাতুর হয়ে সবে নুয়ায় মাথা।
আকাশের সাদা মেঘ থমকে থামে

জাতির জনক শেখ.. মুজিবের নামে।

শোকগাঁথা

আমার সকল ভালোবাসা ভরে সফেদ রঙের খামে

পাঠিয়ে দিলাম টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতার নামে।
বাংলা -বাঙালি যার লাগি হলো বিশ্ব ভুবনে ধন্য

বিনম্র প্রাণে শ্রদ্ধা আমার সেই মুজিবের জন্য।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

কোটি বাঙালির হৃদয়ের মাঝে রয়েছেন বহমান।
বাংলাদেশের ফুল- পাখি- নদী সবুজ বৃক্ষ পাতা

আগস্ট মাসে মুজিবের নামে লিখে যায় শোকগাথা।
যার আলোতে বঙ্গ ভুমিতে এলো আলোকিত ভোর

তাঁর শোকে হয় দেশেও বিদেশে বাঙালিরা শোকাতুর।

কামাল, জামাল, রাসেল সোনা এবং বঙ্গমাতা

তাদের জন্য সিক্ত আমার দুই নয়নের পাতা।
স্রষ্টার কাছে কাতর মনে করি আমি মোনাজাত

ওগো দয়াময় করো আলোময় তাহাদের আখেরাত।